Multi-Disciplinary, Bi-Lingual Journal

ISSN 2321-9947

বর্ষ : ২১ শারদ সংখ্যা ২০২১ সংখ্যা-১

সমাজ ও রাজনীতি

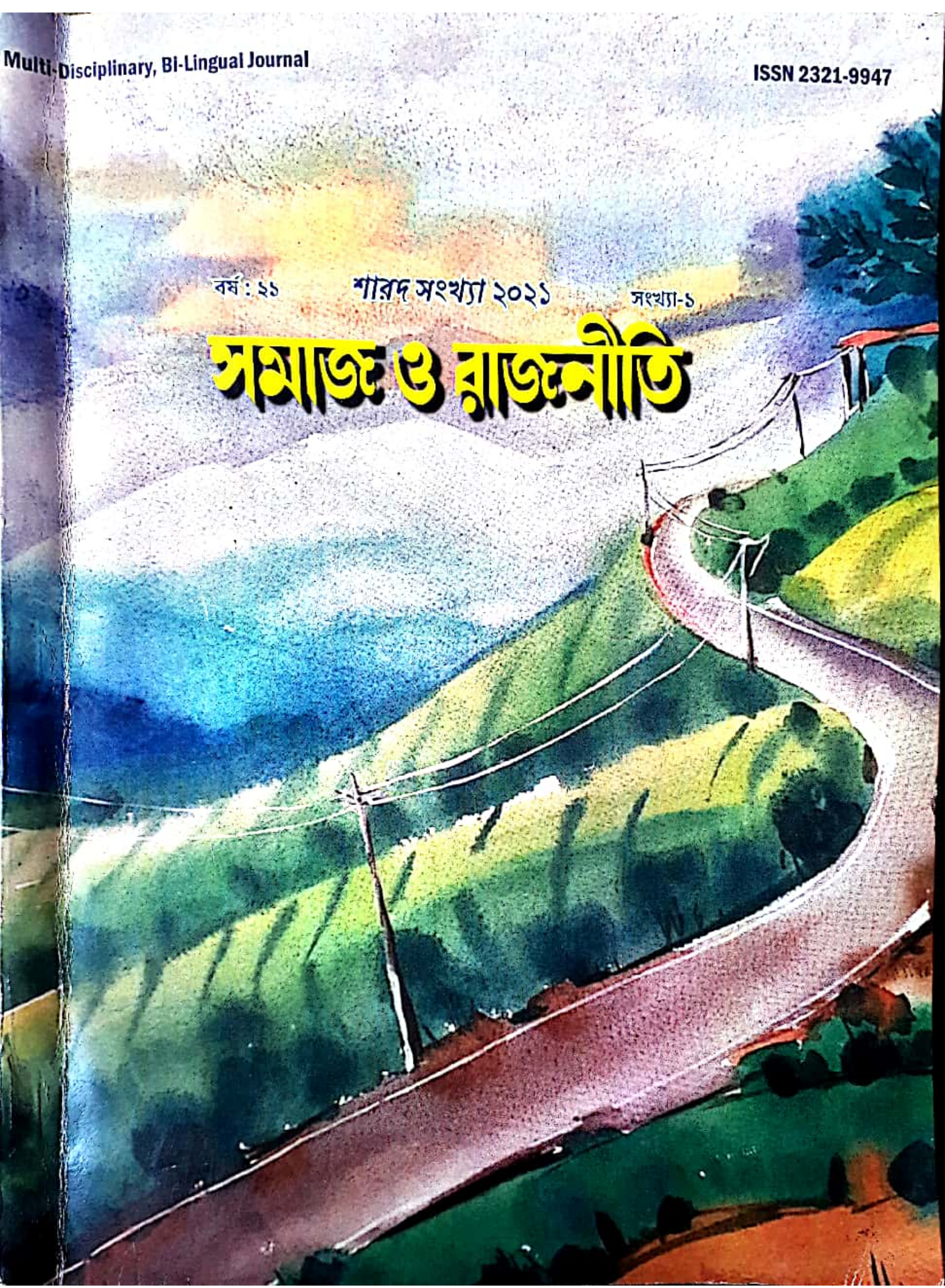

Scanned by CamScanner

এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমুহের মতামতের জন্য মুখ্য সম্পাদক বা সম্পাদকমন্ডলী দায়ী নন। মতামত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও তা লেখকের নিজস্ব। প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত তথ্যাদি ও মতামতের জন্য সমাজ ও রাজনীতি কোনওভাবেই দায়ী থাকবেনা।

প্রচ্ছদ ও চারুকলা : পত্রলেখা মুখার্জী (শী)

বর্ণ সংস্থাপন ও মুদ্রণ : পারফেক্ট অফসেট প্রিন্টার্স
স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন ৭২২১০১,
e-mail : sunilkundu2011@gmail.com

সদস্যপদ গ্রহণের চাঁদার হার :

	বার্ষিক	দ্বি-বার্ষিক
প্রাতিষ্ঠানিক	৩০০ টাকা	৬০০ টাকা

আজীবন সদস্য ২০০০ টাকা

যোগাযোগ ঃ ৯৪৩৪১৮৩০২৬, ৮২৫০২২৬৮২২

সদস্যপদ গ্রহণের চাঁদা পাঠাতে হবে Money Order করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় :
সম্পাদক, সমাজ ও রাজনীতি
চণ্ডীদাস মুখার্জী
সুকান্ত স্ট্যাচু, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭২২১০১

ঃ প্রকাশনা ঃ
গ্রামীণ লেখক সমবায় সমিতি
কাটজুড়িডাঙ্গা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ
রেজি নং - 1BK, dated 04.04.2013

এই সংখ্যার বিনিময় ১০০ টাকা

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

উত্তর-পূর্বের আপনজন	• রামকুমার মুখোপাধ্যায় •	৯
রাঢ় বাঁকুড়ার লোকজীবন—লোকপ্রযুক্তির সেকাল ও একাল	• ধীরেন্দ্রনাথ বর •	১৬
অতীতের কোতুলপুর ও কোতুলপুরের সংস্কৃতি	• শ্যামাশঙ্কর বরাট •	২৫
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ	• চণ্ডীদাস মুখার্জী •	৩৬
সুরসিক শক্তিপদ রাজগুরু ও তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস	• নিত্যহরি দাস •	৩৭
ক্ষেত্রানুসন্ধানে রাজবাড়ির হদিস	• অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় •	৪১
ইতিহাসে মহামারী : ব্রিটিশ বাংলায়	• সঞ্জয় মুখার্জী •	৪৪
ফটিক ও তোতাপাখির নিভৃতকথন	• অনির্বান মান্না •	৫২
সাঁওতালি ভাষার লিপি সমস্যা এবং সমাধানের সন্ধানে	• অনুরূপা মুখোপাধ্যায় •	৫৬
খ্যাত জনের সংস্পর্শে রাঢ়বঙ্গের চিত্রশিল্পী	• ড. বিধান মুখোপাধ্যায় •	৬০
কথা সাহিত্যিক আবুল বাশার বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতা	• রফিমা সুলতানা মোল্লা •	৬৪
'সীতা থেকে শুরু' : নবনীতা দেবসেনের কলমে সীতার নবনির্মাণ	• শর্মী বন্দ্যোপাধ্যায় •	৬৯
বিলুপ্তপ্রায় জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম : সৈকত রক্ষিতের মদনভেরি	• কণিকা সরকার •	৭২

Scanned by CamScanner

শিশু ও কিশোর সাহিত্যে নবনীতা দেবসেন • পূর্ণিমা ব্যানার্জী • ৭৫

সাম্প্রদায়িক মৈত্রী, স্বদেশভাবনা, দেশপ্রেম এবং নূরজাহান নাটক • সুদীপ কুমার মুখোপাধ্যায় • ৭৯

সম্পাদক সুকুমার সেন • সব্যসাচী রায় • ৮৩

রাঢ় বাঁকুড়ায় কাঠশিল্পে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি • রবিলোচন ঘোষ • ৮৭

বিষ্ণুপুর ঘরানার বাদ্যযন্ত্রের জাদুকর শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় • প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় • ৯২

করোনা আবহে অরণ্যের ভূমিকা • স্নেহাশীষ রায় • ৯৩

SANITATION POLICY IN COLONIAL BANKURA • *Sukanta Majumder* • ৯৫

MIDDLE CLASS AND THE SWADESHI MOVEMENT IN BANKURA (1903 – 1908) • *Partha Chatterjee* • ১০০

Scanned by CamScanner

ফটিক ও তোতাপাখির নিভৃতকথন

অনির্বান মান্না

[রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা নিয়ে বেশ কয়েকদিন চর্চা হচ্ছিল। আপনারা সকলেই জানেন, বিপদে অসহায়ের অন্যতম অবলম্বন রবীন্দ্ররচনাবলী। আমিও আশ্রয় নিলাম। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা', 'শিক্ষা আন্দোলনের ভূমিকা', 'শিক্ষার বাহন', 'শিক্ষার হেরফের', 'শিক্ষাবিধি', 'শিক্ষারম্ভ', 'শিক্ষা-সংস্কার', 'শিক্ষা সমস্যা ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি শিক্ষা-সংক্রান্ত যা-কিছু লিখেছেন সেইসব কথা। অসহায় আমি মাথার কাছে রবীন্দ্র-রচনাবলী রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখলাম। একটা জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে চলেছি। একটু যাবার পর চোখে পড়ল নানান বৃক্ষ-সুসজ্জিত সবুজ মাঠ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সেখানে বৃক্ষের একটা ডাল উল্টানো ধনুকের মতো ভূমি স্পর্শ করেছে প্রায়। সেই নিচু ডালের মাঝে বসে আছে একটা তোতাপাখি। মাটিতে বসে তার সঙ্গে কথা বলছে তেরো-চৌদ্দ বছরের এক কিশোর। হাতে তার লম্বা ঘাসের ডাঁটা। মাঝে মাঝে চিবোচ্ছে, দাঁতে কাটছে। সন্তর্পণে নিকটবর্তী গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওদের কথা শুনবো বলে। আশ্চর্য হলাম, পাখিটি মানুষের মতো কথা বলছে। বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না আমার। ওদের কথা শুনে বুঝতে পারলাম পাখিটি তোতা কাহিনী'র তোতা আর ছেলেটি 'ছুটি' গল্পের শ্রীমান ফটিক চক্রবর্তী। প্রথমে ওদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল জানিনা। জানার কথাও নয়। যতটা শুনেছি ওদের কথোপকথন, সে-সব কথা শোনাবো আজ আপনাদের।]

তোতা : জানো, মনের আনন্দে একদিন গান গাইছি, গাছ থেকে ফল পেড়ে খাচ্ছি, রাজার লোক এসে হঠাৎ ধরে নিয়ে গেল আমায়। ধরে নিয়ে গিয়ে খাঁচায় পুরলো যেদিন, সেদিনেই শেষ হল আমার আনন্দের উড়ান, গান গাওয়া। শাস্ত্র জানতাম না বলে রাজার লোকেরা বলল, আমি নাকি মুর্খ। তাই শিক্ষার ব্যবস্থা করলে আমার। সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন দেখলে হেসে মরে যাবে। অবশ্য আমি সত্যি সত্যি মরেছিলুম।

ফটিক : তোমাকে তো রাজার লোকেরা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি মামার সঙ্গে কোলকাতা গিয়েছিলাম স্বেচ্ছায়। এখন মনে হয় মরব বলেই গিয়েছিলাম। অবশ্য আমি মামাবাড়ি যেতে আমার মায়ের হাড় জুড়িয়েছিল। মায়ের ভয় ছিল, আমি যা দুরন্ত যদি আমার জন্য ভাইয়ের কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়। মায়ের এই ভাবনার জন্য মনে একটা অভিমান রয়ে গেছে আমার। কোলকাতায় যাবার অন্য একটা কারণ অবশ্য ছিল। ভেবেছিলাম কোলকাতায় আরও বড় জীবন পাব। ওখানে গেলে সত্যি সত্যি পড়াশোনা হবে। কোলকাতায় যাবার কথা শুনে ভাই মাখনকে আমার সখের মাছ ধরার ছিপ, ঘুড়ি, লাটাই সব দিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

তোতা : কোলকাতায় গিয়ে কী শিক্ষা পেলে তুমি?

ফটিক : সে এক ভয়ংকর শিক্ষা। একদিকে মামাবাড়ি, অন্যদিকে ইস্কুল। দুটোতেই দমবন্ধ করা অবস্থা।

তোতা : কেমন?

ফটিক : তখন আমার বয়স তেরো কি চৌদ্দ। কোলকাতায় মামাবাড়ি যাবার আগে বুঝতে পারিনি স্নেহ, ভালোবাসার এতো কাঙাল। ওখানে মামীর স্নেহহীন চোখে নিজেকে গলগ্রহ মনে হত। বড় বেমানান ছিলাম সেখানে। মামীর মন জয় করার চেষ্টা করেছি অনেকবার, পারিনি। আমি আধো

Scanned by CamScanner

আধো কথা বললেও সকলের মনে হত ন্যাকামি। পাকা কথা বললে জ্যাঠামি। একটু আদর, স্নেহ আর সখ্যতা চেয়েছিলাম। বিনিময়ে পেয়েছি শুধু উপেক্ষা।

তোতা : আর ইস্কুলের পরিবেশ কেমন ছিল? মাস্টারমশাই, সহপাঠী—এরা ?

ফটিক : মামাবাড়ির ঘরের দেয়াল আর ক্লাসরুমের দেয়ালে আটকা পড়ে আমি হাঁসফাঁস করতাম। চারদিকে কোনও প্রাণ ছিল না। আমার মনের মতো তো আর ইস্কুল হবে না। অতএব মাস্টারমশাইদের চোখে আমি ছিলাম নির্বোধ, অমনোযোগী। তাঁরা পড়াতেন, আমি মোট-বওয়া গাধার মতো শুনতাম। একদিন বই হারিয়ে ফেললাম। পড়া পারিনি। তার ওপর বই হারানোর জন্য মাস্টারমশাই মারধোর আর অপমান করলেন। তাই দেখে সহপাঠীদের কী আনন্দ! আমার মামাতো ভাইয়েরা আত্মীয়তার পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করত। সহানুভূতি দূরে থাক, উল্টে বেশি আনন্দ প্রকাশ করত আমার অপমানে।

তোতা : তোমার সঙ্গে কথা বলে একটা বিষয় বুঝলাম, এই পণ্ডিত মহলের দৃষ্টিতে আমরা দুজনেই মূর্খ। আমি মনের আনন্দে গান গাইতাম। সুনীল আকাশে উড়তাম। বনের ফল খেতাম কিন্তু শাস্ত্র জানতাম না।

ফটিক : কংক্রিটের দেয়ালের মাঝে পড়ে আমারও শুধু মনে পড়ত গ্রামের কথা। ভাবতাম কী সুন্দর ছিল প্রকাণ্ড ঢাউস ঘুড়ি নিয়ে বোঁ বোঁ শব্দে উড়াবার সে মাঠ ! কলকল শব্দে বয়ে যাওয়া সেই নদী ! সেখানে অলসভাবে ঘুরে বেড়াতাম। সাঁতার কাটতাম। "তাইরে নাইরে নাইরে না" করে গান গাইতাম। সর্বোপরি আমার মনের সবটা জুড়ে থাকত আমার মা।

তোতা : তুমি কংক্রিটের দেয়ালে বন্দী ছিলে, আমাকে রাজার লোকেরা খাঁচায় বন্দী করল। যে পাখি খড়কুটো দিয়ে বাসা বাঁধে তাতে আর কতটুকু বিদ্যে ধরে? অতএব তৈরি হল খাঁচা। যেমন-তেমন খাঁচা নয়, একেবারে সোনার তৈরি।

ফটিক : তোমার জন্য শিক্ষার আয়োজন কেমন ছিল?

তোতা : সে এক এলাহি ব্যাপার ! স্যাকরা সোনার খাঁচা বানাল। রাজার ভাগিনারা শিক্ষার ব্যবস্থা করল। পণ্ডিতদের কথামতো পর্বতপ্রমাণ পুঁথি নকল করল লিপিকর। পণ্ডিতেরা রাশি রাশি পুঁথি থেকে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়ে কলমের ডগা দিয়ে আমার মুখে ঠেসে দিতে লাগল। উপঢৌকন আর পারিতোষিকে ঘর উপচে গেল শিক্ষা-সহায়কদের। অথচ খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই।

ফটিক : তুমি বলেছিলে না, তুমি ভালোবাসার কাঙাল ছিলে অথচ একটুও ভালোবাসা পাওনি। আর আমাকে দেখো, ভালোবাসায় জর্জরিত হয়ে আমি মরেই গেলাম। ভাগ্যিস পুনর্জন্ম বলে একটা ব্যাপার ছিল!

ফটিক : তুমি প্রতিবাদ করনি?

তোতা : শুধু আমি নই, একটু ভিন্নভাবে নিন্দুকও শিক্ষাব্যবস্থার ভণ্ডামির কথা শুনিয়েছিল রাজাকে। রাজা বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারলে কি আর রাজা হওয়া যায়! আর আমি? রোগা ঠোঁট দিয়ে খাঁচার শলা কাটার চেষ্টা করেছিলাম। তাই দেখে শিক্ষামহলে হুলুস্থুল কাণ্ড। কোতোয়াল এল। কামার এল। লোহার শিকল তৈরি হল। খাঁচা সারানোর সময় আমার ডানাও গেল কেটে। মুক্তির উড়ানের সম্ভাবনা বন্ধ হল চিরতরে।

ফটিক : তোমার শিক্ষালাভের গল্প এখানেই শেষ?

Scanned by CamScanner

তোতা : এখনও শেষ হয়নি। আমার মৃত্যুর খবর পেয়ে রাজা এলেন দেখতে। ভাগিনাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি আর গান গাই কিনা। লাফাই বা উড়ি কিনা। দানা না পেলে চিৎকার করি কিনা। যখন জানলেন যে আমি কোনোটাই আর করি না, তখন রাজা নিশ্চিত হলেন যে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। না, না, তখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হননি। হাত দিয়ে আমার পেট টিপে দেখলেন যে আমি হাঁ, হুঁ করি কিনা। যখন দেখলেন পুঁথির শুকনো পাতায় ঠাসা আমার পেট খস্-খস্ গজগজ করছে তখন রাজার চোখমুখ অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল।

ফটিক : তোতাদিদি-ইস্ তোমাকে দিদি বললাম, কিছু মনে করলে না তো?

তোতা : কেন কিছু মনে করবো? পাখি বলে কি আমার মানবিকতা নেই? এটাই তো দরকার। হৃদয় ছাড়া শিক্ষা হয়না।

ফটিক : দিদি, আমাদেরকে যে শিক্ষা দেওয়া হল এটাই কি প্রকৃত শিক্ষা? মাস্টারমশাইয়ের কথাগুলো কেন আমার কানে ঢুকত না? কেন মাঝেমধ্যে আমার চোখ চলে যেত দূরে বাড়ির ছাদে? যেখানে দু'একটি ছেলেমেয়ে খেলা করত। তাই দেখে কেন আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠত?

তোতা : এই শিক্ষা কতটা ভয়ংকর তা তুমিও জান, আমিও জানি। মৃত্যু দিয়ে সেই শিক্ষার অসারতা প্রমাণ করেছি আমরা। ফটিক, শিক্ষাকে তো বহন করেছি আমরা। বাহন করতে পারিনি। রবিঠাকুর কি বলেছেন জানো? ইস্কুল হল একটা শিক্ষা দেবার কল। মাস্টারমশাই সেই কলের শ্রমিক। সকাল সাড়ে দশটায় সাইরেন বাজিয়ে কারখানা খোলে। মাস্টারমশাইয়ের মুখও চলতে শুরু করে। বিকেল চারটেয় কারখানা বন্ধ হলে মাস্টারমশাইয়ের মুখও বন্ধ হয়। কলে ছাঁটা বিদ্যা নিয়ে ছাত্ররা বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষা নিয়ে বিদ্যে যাচাই হয়।

ফটিক : তুমি রবিঠাকুরের কথা জানলে কী করে?

তোতা : আমাদের জন্ম দিয়েছেন যিনি তাঁকে জানবো না? প্রকৃত শিক্ষা না পাওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে মরেছি। তখন থেকেই রবিঠাকুরের শিক্ষাভাবনা কী ছিল তা জানার প্রবল ইচ্ছা ছিল আমার। একসময় আমার মনে হয়েছিল, গল্পে চরিত্র হিসেবে আমাকে রবিঠাকুরের গ্রহণ করার কারণ, মানুষ যা শেখায় আমি তাই শিখি। মানে তোতার বুলি আর কি! এটাকেই কি তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলতে চেয়েছেন? জানার ইচ্ছা ছিল। পুনর্জন্ম পেয়ে আমি জখন রবিঠাকুরকে সত্যি সত্যি জানলাম, আগের ভুল ভাঙল আমার।

ফটিক : আমাদের দুটো মৃত্যু কি মানুষকে প্রকৃত শিক্ষার সন্ধান দেবে না? তোতাদিদি জানলে খুশি হবে, আমার ভাই মাখন ডাক্তার হয়েছে, প্রত্যন্ত গ্রামে পড়াশোনা করেও।

তোতা : বাঃ! ভালো খবর শোনালে ফটিক। শিক্ষার একটা লক্ষ্য অবশ্যই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। পাশাপাশি কিন্তু মানুষও হয়ে উঠতে হবে। পেতে হবে মুক্তির আনন্দ। শিক্ষাকে বাহন করতে হবে। রবিঠাকুর শুধু গল্প-প্রবন্ধে একথা বলেন নি। জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। ওই যে দূরে সবুজ প্রান্তর দেখা যায়। দেখতে পাচ্ছ ফটিক?

ফটিক : হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছি। অনেক মানুষ কাজ করছে। অনেক গাছপালা। বাড়ি নির্মিত হচ্ছে। কী হচ্ছে ওখানে?

তোতা : তুমি যে আনন্দযজ্ঞস্থল দেখতে পাচ্ছ ওখানেই রবিঠাকুরের স্বপ্নের বিশ্বভারতী তৈরি হচ্ছে ফটিক। প্রকৃতির কোলে শিক্ষা দেবেন শিক্ষকেরা।

Scanned by CamScanner

ফটিক : ওখানে চার দেয়ালের দমবন্ধ-করা পরিবেশ থাকবে না?

তোতা : না, একদম না। তুমি পাখির মতো গান গাইতে পারবে। নাচতে পারবে ময়ূরের মতো। ছবি আঁকতে পারবে আনন্দে খেয়াল-খুশি মতো। ভাস্কর্য সৃষ্টি করতে পারবে অপার আনন্দে।

ফটিক : আমি ঘুড়ি ওড়াতে পারবো? মাছ ধরতে, চাষবাস করতে?

তোতা : সব পারবে ফটিক। যেটা তোমার ভালো লাগে, পছন্দের—সব—সবকিছু পারবে।

ফটিক : ছুটি পাবো?

তোতা : নিশ্চয়ই। তবে এ ছুটি সে-ই ছুটি নয়। এ ছুটি কেবলমাত্র শিক্ষালাভের সাময়িক অবসর। ফটিক তুমি শ্রাবণে মারা গিয়েছিলে, মনে আছে?

ফটিক : হ্যাঁ, আর তুমি বসন্তে।

তোতা : আমার গল্পের শেষ লাইনটি কী ছিল তোমার মনে আছে ফটিক?

ফটিক : 'বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।' ঠিক বলছি তো দিদি?

তোতা : একদম ঠিক বলেছ। দেখো ফটিক, মৃত্যুর পরেও বসন্ত আসে। বসন্ত মানে কিশলয়, ফুল। ফুল থেকে ফল। ফলের মধ্যে বীজ। সেই বীজ থেকে আবার আমাদের জন্ম। তোমার, আমার। আমরা চিরন্তন। রবিঠাকুরের শিক্ষভাবনার মতোই।

[অপার বিস্ময়ে ফটিক আর তোতার কথোপকথন শুনছিলাম লুকিয়ে। হঠাৎ তোতা আমাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলল— 'রাজার লোক'। বলে উড়ে গেল। এই কথা শুনে ফটিকও সভয়ে চকিতে দেখল আমায়। তারপর দিল এক দৌড়। আমি যত বলি যে আমি রাজার লোক নই—কে শোনে কার কথা! অনেক, অনেক ভেবেছি। পরে মনে হয়েছে, তোতা ঠিকই বলেছিল। আসলে আমরা রাজারই লোক। পাখি পেলেই পুরে ফেলি খাঁচায়। পাণ্ডিত্যের অহমিকায় ভরে যায় আকাশ, বাতাস।]

Scanned by CamScanner